রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় ফাঁসি মওকুফ পাওয়া ব্যক্তি ফের হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার

রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমায় ফাঁসি মওকুফ পাওয়া সেই আসলাম ফকির
(৫০) আবার একটি হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। আজ রবিবার ভোর ৬টার দিকে তাকে যশোরের চৌগাছা পৌরসভার পাশে একটি ভাড়া বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন ৮ এর একটি আভিযানিক দল। এরপর তাকে র্যাবের ফরিদপুর ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়।

গত ২১ এপ্রিল ভাঙ্গার মানিকদহ ইউনিয়নের লক্ষীপুর গ্রামে শহীদ শেখ
(৪৮) নামে এক ব্যক্তি খুন হন। ওই ঘটনার পরেরদিন আসলাম ফকিরসহ ৫৪ জনের নামোল্লেখ করে এবং আরো অজ্ঞাত ১৫ থেকে ২০ জনকে আসামি করে করে ভাঙ্গা থানায় একটি হত্যা, ভাঙচুর, লুটপাট ও হামলার অভিযোগে মামলা দায়ের করেন শাজাহান মাতুব্বর (৫৪) নামে এক ব্যক্তি। ওই মামলার পর হতেই সে পলাতক ছিল।

র্যাব ৮ এর ফরিদপুর ক্যাম্পের কম্পানি কসান্ডার দেবাশীষ কর্মকার জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে হত্যা মামলার পলাতক আসামি হিসেবে আসলাম ফকিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে ভাঙ্গা থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০০৩ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর ভাঙ্গার মানিকদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান এ কে এম সাহেদ আলী ওরফে সাহেব মিয়াকে হত্যা মামলায় এই আসলাম ফকিরসহ অপর দুই আসামি তারা মৃধা ও ইমারত আলীকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করেন ফরিদপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালত। আসামিদের আপিলে হাইকোর্টে এ রায় বহাল রাখা হয়। ওই মামলায় ১৩ বছর ২ দিন কারাভোগের পর রাষ্ট্রপতির সাধারণ ক্ষমায় ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট গাজীপুর হাই সিকিউরিটি কারাগার থেকে মুক্তি পান আসলাম ফকির। সূত্র-কালের কণ্ঠ

দেশে পহেলা মে ৮,২৩৮ জন করোনা রোগী, আজ ৩১ মে ৪৭,১৫৩

প্রতিদিনই করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে দেশে। গত ৮ মার্চ দেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। এদিন ৩ জনের শরীরে মহামারী এই ভাইরাস ধরা পড়ে। চলতি মে মাসের শুরুতে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৮ হাজার ২৩৮ জনে। আর আজ মাস শেষে ৩১ মে দেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৪৭ হাজার ১৫৩ জনে। এই সময়ে সারাদেশে নমুনা সংগ্রহ-পরীক্ষা, করোনায় মৃত্যু ও সুস্থ হওয়ার সংখ্যায় তুলনামূলকভাবে বেড়েছে।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে আরও ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশে করোনা হানা দেয়ার পর এটি এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৬৫০ জনে। আজ রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (মহাপরিচালকের দায়িত্বপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

তিনি আরও বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে আরও ২ হাজার ৫৪৫ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪৭,১৫৩ জনে। একই সময়ে নতুন করে ৪০৬ জন সুস্থ হয়েছেন। এ নিয়ে মোট সুস্থ হলেন ৯৭৮১ জন।
এর আগে পহেলা মে নতুন করে করোনা শনাক্ত হয় ৫৭১ জনের। সব মিলিয়ে এদিন দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮,২৩৮ জনে। এই সময়ে দেশে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ১৭০ জন এবং মোট সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার সংখ্যা ছিল ১৭৪ জন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

২৪ ঘণ্টায় ঢাকা মেডিকেলের

করোনা ইউনিটে ২৩ জনের মৃত্যু

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা ইউনিটে করোনা উপসর্গ নিয়ে একদিনের ব্যবধানে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার রাত পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় নারীসহ ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এদের মধ্যে ৭ জনের করোনা পজিটিভ ছিল।

এ নিয়ে গত ৩০ দিনে ঢাকা মেডিকেলের করোনা ইউনিটে করোনা ও করোনা উপসর্গ নিয়ে ২৬৬ জনের মৃত্যু হল।

হাসপাতাল সূত্রে মৃতরা হলেন- নজরুল ইসলাম (৫৮), কান্চি লাল দাস (৭৫), মাজেদা বেগম (৬৫), হুমায়ুন (৫০), জাকারিয়া (৬০), মোতালেব (৫২), ফুলচাঁন শেখ (৩৮), হাফিজা খাতুন (৩৫), হারিছ মিয়া (৭৮), আব্দুল লতিফ (৬২), দেলোয়ার হোসেন (৫৬), সোহেল (৪২), বিশাসাখা (৪৫), মুকুল বেগম (৪৫), একরামুল হক (৬০), সুভাষ (৬৫), আব্দুর রহমান (৫২), তোরাব হোসেন (৬৫), নওশের আলী (৮১), হাবিবুর রহমান (৫০), আব্দুস সাত্তার মুন্সী (৬৫) আব্দুল গাফ্ফার (৫৬) ও ফারুকউজ্জামান (৪৫)। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশে ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ২৫২৩ জনের শনাক্ত আরও ২৩ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ২৫২৩ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনায় আরও ২৩ জনের মৃত্যু
আরও ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার দুপুরে স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাপরিচালক) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

১৫ জুন পর্যন্ত মানতে হবে যে ১৫ শর্ত

কোভিড-১৯ সংক্রমণের মাঝেই সাধারণ ছুটি না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর ফলে আগামীকালই শেষ হচ্ছে ছুটি। ৩১ মে থেকে চালু হচ্ছে অফিস-আদালত। সীমিত পরিসরে গণপরিবহণও চলবে।

এই সময়ে জনসাধারণের চলাচল সীমিতসহ ১৫ শর্ত দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে যে ১৫ শর্ত দেয়া হয়েছে সেগুলো নিম্নরুপ

১. ৩১ মে ২০২০ থেকে ১৫ জুন ২০২০ পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে। ৫, ৬, ১২ ও ১৩ জুন ২০২০ সাপ্তাহিক ছুটি এ নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
২. নিষেধাজ্ঞাকালে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় জনসাধারণের চলাচল কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত থাকবে। প্রতিটি জেলার প্রবেশ ও বহির্গমন পথে চেকপোস্টের ব্যবস্থা থাকবে। জেলা প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সহায়তায় এ নিয়ন্ত্রণ সতর্কভাবে বাস্তবায়ন করবে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধকল্পে চলাচলে নিষেধাজ্ঞাকালে জনগণকে অবশ্যই ঘরে অবস্থান করতে হবে। রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত অতীব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া (প্রয়োজনীয় ক্রয়-বিক্রয়, কর্মস্থলে যাতায়াত, ওষুধ ক্রয়, চিকিৎসাসেবা, মৃতদেহ দাফন/সৎকার ইত্যাদি) কোনোভাবেই বাড়ির বাইরে আসা যাবে না। তবে সর্বাবস্থায়ই বাইরে চলাচলের সময় মাস্ক পরিধানসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। অন্যথায় নির্দেশ অমান্যকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩. নিষেধাজ্ঞাকালীন জনসাধারণ ও সব কর্তৃপক্ষকে অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের জারি করা নির্দেশমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে।
৪. হাটবাজার, দোকানপাটে ক্রয়-বিক্রয়কালে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে।

শপিংমলের প্রবেশমুখে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা রাখতে হবে। শপিংমলে আগত যানবাহনগুলোকে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে। হাটবাজার, দোকানপাট এবং শপিংমলগুলো আবশ্যিকভাবে বিকেল ৪টার মধ্যে বন্ধ করতে হবে।
৫. আইনশৃঙ্খলা, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা কার্যে নিয়োজিত সংস্থা এবং জরুরি পরিষেবা, যেমন—ত্রাণ বিতরণ, স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরগুলোর (স্থলবন্দর, নদীবন্দর এবং সমুদ্রবন্দর) কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক সেবাসহ অন্যান্য জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য ও সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসগুলো, তাদের কর্মচারী ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবে।

৬. সড়ক ও নৌপথে সকল প্রকার পণ্য পরিবহনের কাজে নিয়োজিত যানবাহন (ট্রাক, লরি, কার্গো ভেসেল প্রভৃতি) চলাচল অব্যাহত থাকবে।

৭. কৃষিপণ্য, সার, বীজ, কীটনাশক, খাদ্য, শিল্পপণ্য, রাষ্ট্রীয় প্রকল্পের মালামাল, কাঁচাবাজার, খাবার, ওষুধের দোকান, হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এসবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

৮. চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মী এবং ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জাম বহনকারী যানবাহন ও কর্মী, গণমাধ্যম (ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া) এবং কেবল টিভি নেটওয়ার্কে নিয়োজিত কর্মীগণ এ নিষেধাজ্ঞার আওতাবহির্ভূত থাকবেন।
৯. ওষুধশিল্প, কৃষি এবং উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলো, উৎপাদন ও রপ্তানিমুখী শিল্পসহ সব কলকারখানা কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে চালু রাখতে পারবে। স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন শিল্পকারখানায় স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণে নির্দেশনা প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে।

১০. নিষেধাজ্ঞাকালীন কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখা যাবে না। তবে অনলাইন কোর্স/ডিস্টেন্স লার্নিং অব্যাহত থাকবে।
১১. ব্যাংকিং ব্যবস্থা পূর্ণভাবে চালু করার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

১২. সব সরকারি/আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি অফিসগুলো

নিজ ব্যবস্থাপনায় সীমিত পরিসরে খোলা থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি, অসুস্থ কর্মচারী এবং সন্তান সম্ভবা নারীগণ কর্মস্থলে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকবেন। এ ক্ষেত্রে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিতকরণের জন্য স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ থেকে জারীকৃত নির্দেশনা কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। জরুরি ও অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্র ব্যতীত সব সভা ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে আয়োজন করতে হবে।

১৩. উক্ত নিষেধাজ্ঞাকালে কেউ কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবে না। উক্ত সময়ে শর্তসাপেক্ষে সীমিত পরিসরে সংখ্যক যাত্রী নিয়ে স্বাস্থ্যসম্মত বিধি নিশ্চিত করে গণপরিবহন, যাত্রীবাহী নৌযান ও রেল চলাচল করতে পারবে। তবে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধানসহ স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা কঠোরভাবে মেনে নিশ্চিত করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে;
১৪. বিমান কর্তৃপক্ষ নিজ ব্যবস্থাপনায় বিমান চলাচলের বিষয় বিবেচনা করবে।

১৫. এই নিষেধাজ্ঞাকালে সব ধরণের সভা-সমাবেশ, গণজমায়েত, অনুষ্ঠান আয়োজন বন্ধ থাকবে। মসজিদ, মন্দির ও সব ধরণের প্রার্থনালয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে নামাজ আদায় ও প্রার্থনা অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গত, দেশে ৮ মার্চ প্রথম করোনা সংক্রমণ ধরা পড়ে।এর ১০ দিন পর প্রথম মৃত্যু হয় এই ভাইরাসে।বৃহস্পতিবার পর্যমন্ত দেশে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫৫৯ জনের।আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজার ৩৭১ জনে। সূত্র-যুগান্তর

আবারও রেকর্ড, ২৪ ঘণ্টায় বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত এক

লাখ ১৬ হাজারের বেশি

২৪ ঘণ্টায় আবারও করোনার রেকর্ড সংক্রমণ দেখলো বিশ্ব। বৃহস্পতিবার ভাইরাসটির নতুন সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে এক লাখ ১৬ হাজারের বেশি। এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৫৯ লাখ।

নতুন করে পাঁচ হাজার প্রাণহানিতে, মোট মৃত্যু তিন লাখ ৬২ হাজারের বেশি। মহামারীর পাঁচ মাসে, এদিন সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু রেকর্ড করেছে ব্রাজিল। মারা গেছেন প্রায় ১৩শ’ মানুষ। নতুন আক্রান্ত ২৪ হাজারের বেশি। এ নিয়ে দেশটিতে প্রাণহানি ২৭ হাজার ছুঁইছুঁই। আক্রান্ত সাড়ে চার লাখের কাছাকাছি।

যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে ১২শ’ মানুষের মৃত্যুতে প্রাণহানি বেড়ে হয়েছে ১ লাখ সাড়ে ৩ হাজার। আক্রান্ত ১৭ লাখ ৬৮ হাজার মানুষ। দিনের তৃতীয় সর্বোচ্চ মৃত্যু হয়েছে মেক্সিকোতে।
মৃত্যু তুলনামূলক কম হলেও রাশিয়াতে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়েছে পৌনে চার লাখ। ইতালি-স্পেন-ফ্রান্সে করোনার নতুন সংক্রমণ ও মৃত্যুর নিম্নমুখী গ্রাফ অব্যাহত থাকলেও যুক্তরাজ্যে প্রাণ গেছে আরও পৌনে ৪শ’ মানুষের। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

সীমিত আকারে চালু হচ্ছে গণপরিবহন

৩১ মে থেকে সীমিত আকারে চালু হচ্ছে গণপরিবহন। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪ টা প্রর্যন্ত চলবে এই গণপরিবহন। তবে অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধী মেনে স্বল্প সংখ্যাক যাত্রী নিয়ে এই পরিবহন চলবে।

এর আগে জানানো হয়, ৩১ মে থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে অফিস। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গণপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী। আগামীকাল সকালে এবিষয় প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু রাখতে সীমিত পরিসরে সব অফিস খোলা

রাখতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন।

তিনি বলেন, রাত আটটা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত আগের মতো চলাচল সীমিত থাকবে। হাটবাজার দোকানপাট বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে।

সূত্র – বিডি ২৪ লাইভ
মেপ্র/এমএফআর

ছুটি আর বাড়ছে না

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতিতে চলমান সাধারণ ছুটি আর বাড়ছে না। দীর্ঘ ৬৭ দিন বন্ধ থাকার পর আগামী ৩১ মে থেকে স্বাস্থ্যবিধিসহ কিছু নিয়ম মানা সাপেক্ষে খুলছে সরকারি অফিস।

বুধবার (২৭ মে) জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন গণমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। জানা গেছে, বয়স্ক, অসুস্থ ও গর্ভবতী নারীরা আপাতত অফিসে আসবেন না, গণপরিবহনও বন্ধ থাকবে।

আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত স্কুল, কলেজ বন্ধ থাকবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

এবার ঢাকা ফেরার পালা, পাটুরিয়া ঘাটে বাড়ছে ভিড়

ঈদ শেষে ফের ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছে মানুষ। সকাল থেকে পাটুরিয়া ঘাটে ঢাকামুখী মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।

এদিকে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে অন্যান্য যানবাহন চলাচল করলেও বন্ধ

রয়েছে গণপরিবহণ। বাধ্য হয়ে লোকজন রিক্সা, ভ্যান, মোটরসাইকেল, ট্রাকে রাজধানীমুখী হচ্ছেন।

গণপরিপরিবহণ বন্ধ থাকায় অতিরিক্ত ভাড়া দিয়ে গন্তব্যে যেতে হচ্ছে সাধারণ লোকজনের। বেশীর ভাগ যাত্রীকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পথ পাড়ি দিতে হচ্ছে। এতে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে যাত্রীদের।

বিআইডব্লিউটিসি’র ভারপ্রাপ্ত ডিজিএম, মো. জিল্লুর রহমান জানান, এই নৌরুটে ফেরির কোন সমস্যা নেই। গণপরিবহন বন্ধ থাকার কারণে গাড়ির চাপ কম। ৭টি ফেরি দিয়ে জরুরী পণ্যবাহী ট্রাক, লাশবাহী গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্সসহ যাত্রীরা পারাপার হচ্ছে। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

আগামী পাঁচ দিন বজ্রসহ ঝড়- বৃষ্টির সম্ভাবনা

আগামী পাঁচদিন বজ্রসহ ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদফতর। উত্তর বঙ্গোপসাগর এবং বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বায়ুচাপের তারতম্যের কারণে বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের এই সম্ভাবনা রয়েছে।

আবহাওয়া অফিস জানায়, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও রংপুর বিভাগের অনেক জায়গায়, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জায়গায় দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সারাদেশে তাপমাত্রা কমতে পারে। এছাড়া আগামী দুইদিন সারাদেশে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস।

এদিকে, আজ সকাল হয়েই রাত নেমে আসে ঢাকার আকাশে। বুধবার রাতভর বৃষ্টি শেষে ভোরের আলো ফোটার পরই আবার কালো মেঘে রাত নেমে আসে রাজধানীর বুকে। বৃষ্টি আর ঝড়ো হাওয়ায় কেপে উঠে রাজধানীবাসী। ভোরে রাজধানীতে তীব্র কালবৈশাখী ঝড়ে নিম্ন আয়ের এবং ফুটপাথে থাকা মানুষগুলোকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন